সংবাদ

তারিখ 13 JUN 2007
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ২

স্নাতকোত্তর ও ডিপ্লোমা কোর্সের নিয়ন্ত্রণ ফের বঙ্গবন্ধু মেডিকেলে নেয়ার উদ্যোগ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশের সব মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে চালু করা স্নাতকোত্তর ও ডিপ্লোমা কোর্স ফের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে মেডিকেল ইউনিভার্সিটির ভিসির কার্যালয় থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে লিখিত আবেদন করা হয়েছে। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ থেকে রহস্যজনক কারণে স্নাতকোত্তর ও ডিপ্লোমা কোর্স বাতিল করে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে নেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু মেডিকেল

উদ্যোগ : পৃঃ ২ কঃ ৬

উদ্যোগ : নেয়ার

(১২ পৃষ্ঠার পর)

কলেজের একাধিক সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

ইউনিভার্সিটির ভিসি অধ্যাপক মো. তাহির 'সংবাদ'কে জানান, চিকিৎসার মান ধরে রাখতে এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিগত সরকারের আমলে অযৌক্তিকভাবে ইউনিভার্সিটি থেকে এমডি, এমএস, এমফিল ও ডিপ্লোমা কোর্স বাতিল করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেয়া হয়। বর্তমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তা আবার চালু করতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে গত সপ্তাহে আবেদন করা হয়েছে। ভিসি নিজেই এই আবেদন করেছেন বলে জানান।

সূত্র জানায়, ১৯৯৮ সালে ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দেশের সব সরকারি ও প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে চালু করা পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স, ডিপ্লোমা কোর্স, এমডি এমএস কোর্স, এমফিল কোর্সসহ ৪০টির বেশি কোর্সের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেয়া হয় এ ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষকে। ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ চিকিৎসা বিজ্ঞানের মান ধরে রাখতে এসব কোর্স বিশুমানের চিকিৎসার আদলে নিয়ন্ত্রণ করত। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে আবার পিজি হাসপাতালে রূপান্তরের জন্য আন্দোলন শুরু করে। একই সঙ্গে তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটির নাম মুছে ফেলে তার স্থলে পিজি হাসপাতাল করার জন্য ব্যাপক আন্দোলন করে। একই সময়ে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে চালু পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্সের নিয়ন্ত্রণ মেডিকেল ইউনিভার্সিটির অধীনে থেকে বাতিল করা হয়। একই সঙ্গে এসব কোর্স ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।